"জয়হিন্দ"

পতিভক্তি
ও
নূতন বিয়ের আইন

বাপের সম্পত্তিতে হিন্দুনারীর অধিকার।

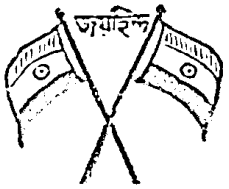

শ্রীনারায়ণচন্দ্র দেবনাথ।

মূল্য এক আনা।

বাপের সম্পত্তিতে অধিকার
ও
নূতন বিয়ের আইন

হিন্দু আইন বদলে যেয়ে নূতন আইন হোচ্ছে পাশ,
বুক ফুলিয়ে বউরা এখন শ্বশুর বাড়ী কর্বে বাস।
শাশুরী ছিল জঙ্গীলাট বউ নিয়ে সব মার্‌ত কত,
লোহা পুড়িয়ে অঙ্গে সেঁকা দণ্ডে মারার শাস্তি দিত।
আর শাশুরীর জুলুমবাজী চলবে নাক চোখ রাঙ্গানি,
দাদার কাছে ননদিনী রায়বাঘিনীর কাণ ভাঙ্গানি।
দাদা এবার গোলাম হবে বউ বসিয়ে সিংহাসনে,
বউকে সেলাম দিয়ে দাদার ঢুক্‌তে হবে ঘরের কোণে।
পান থেকে চুণ খস্‌লে দাদা বউকে বলে দূর-হ দূর-হ,
হুকুম তামিল না হয় যদি বড় বড় চোখ মুষ্টিসহ।
আইনে এবার নবাবী মেজাজ সব দাদাদের ঠাণ্ডা হবে,
বৌদিদিরা কথায় কথায় অত্যাচারের হুমকি দিবে।
সেকেলে বউ ঘোমটায় ঢাকা আর চলে না আমার দেশে,
সেকেলে লেখা শাস্ত্র পুরাণ গঙ্গাজলে যাচ্ছে ভেসে।
বিধবা নারী করছে বিয়ে আতপ চাল কাঁচকলা ফেলে,
করছে নূতন পতির পূজা কেমন তারা হৃদয় ঢেলে।
সধবার বিয়ে ছিলনা দেশে এবার সেটি চলন হবে,
দেশটা স্বাধীন হয়েছে যেমন তারাও নূতন শক্তি পাবে।
চিররুগ্ন অক্ষম স্বামী দুর্ব্বল স্বামী সঙ্গ যার,
ছেলে হয় না সংসারে সুখ শান্তি কিছু নাইক তার।
তেমন স্বামীর ঘরকন্না হিন্দুনারী করবে না আর,
নূতন স্বামীর সঙ্গলাভে থাক্‌বে তাদের অধিকার।
স্বামী যদি হয় দুর্বৃত্ত অতি মনের মত নয় সে পতি,

সতীত্বের নামে ধাপ্পাবাজি ভাঙ্গবে এবার হিন্দুসতী।
কিম্বা স্বামীত্যক্তা যারা বছর পাঁচেক সঙ্গ ছাড়া,
তেমন স্বামী ঘেঁসলে কাছে খ্যাংরা হাতে করবে তাড়া।
তেমন স্বামী ভাগিয়ে দিয়ে জুটিয়ে নেবে নূতন বর,
'উলু উলু উলু' শাঁক বাজিয়ে চল্‌বে বিয়ে অতঃপর।
বাপের বাড়ীর সম্পত্তিতে থাকবে নারীর অধিকার,
দায়ভাগ বদলে হবে নারীর দাবী সত্যিকার।
বাবার ভিটের বাবার বেটি এবার মাটি করবে ভাগ,
কোমর বেঁধে দাঁড়াবে বোন্ ভায়েরা মিছে কর না রাগ।
উইল যদি না করে বাপ ভাই যা পাবে তার অর্দ্ধেক পাবে,
মা'র সম্পত্তির অংশ বেঁটে ছেলের দ্বিগুণ মেয়েরা পাবে।
স্বত্বাধিকার নিয়ে কিন্তু চাষের জমি পড়বে বাদ,
যাহোক তবু হিন্দুনারীর মিটবে অনেক মনের সাধ।
নূতন আইন হচ্ছে পাশ হিন্দূনারীর পৌষ মাস,
কেউ বলছে নাক সিট্‌কে আইনে হবে সর্ব্বনাশ।
বুকের পাটা বাড়বে নারীর—হিন্দু জাতির সর্ব্বনাশ,
কথায় কথায় বর পাল্টাবে জাগিয়ে দেবে ভীষণ ত্রাস।
আইনের বলে মধুর বৌ উঠবে গিয়ে যদুর ঘরে,
নিত্য নূতন নিকে হবে 'ড্যাং ড্যাডা ড্যাং বাড্ডি করে'।
যদুর ঘরেও গিয়ে যদি শান্তি সুখ না পায় সেথায়,
ছুটবে তখন সীতারাণী পরাতে মালা রামের গলায়।
পুনর্বিবাহের হিড়িক প্রাণে চিড়িক মেরে উঠবে যবে,
কখন যে কার খাঁচার পাখী ফুড়ুৎ করে উড়বে কবে।
এ সব কথা বল্‌ছে আর নাক সিট্‌কে বেড়ায় যারা,
তারাই বলে অপছন্দে বউ দূর করে দে তাড়া তাড়া।

তারাই আবার হাঁকিয়ে ওঠে বউ না মরতেই বিয়ের তরে,
বিধবার বিয়ে শুনলে কানে আঁতকে ওঠে নেতিয়ে পড়ে।
চল্‌বে না ও গোঁড়ামি, পুরুষ জাতির ভণ্ডামি,
যুগের হাওয়া বদ্‌লে গেছে, ভাঙ্গবে এবার ও নষ্টামি।
নূতন আইন চলুক দেশে বেড়াক নারী বুক ফুলিয়ে,
গুণ্ডার নাক কাটতে শিখুক রান্নাঘরের খুন্তি দিয়ে।
নইলে জাতির রক্ষা নাই দুর্ব্বল সাথী সঙ্গ যাদের,
অত্যাচারীর সাম্‌নে এসে কেবল লাথী মার্ব্বে তাদের।

সম্পত্তিতে হিন্দুনারীর অধিকার ও নূতন বিয়ের আইন

হিন্দু আইন সংশোধন কল্পে ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গঠিত কমিটি যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করিয়াছেন।

(১) জন্মগত ভিত্তিতে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার ব্যবস্থা রহিত হইবে। (২) কোন লোক উইল না করিয়া পরলোকগত হইলে তাহার পুত্রের অংশের অর্দ্ধেক হিসাবে তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবে। মাতার সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের দ্বিগুণ পাইবে। (৩) বর্ত্তমানে হিন্দু নারীর যে সীমাবদ্ধ স্বত্ব আছে, তাহার পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে পূর্ণ স্বত্ব দিতে হইবে। (৪) পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ের পক্ষে এক বিবাহ বাধ্যতামূলক করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত কয়েকটী ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ চলিতে পারে :—

(১) যেখানে স্ত্রী অথবা স্বামী সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে আর একজন পাঁচ বৎসর পরিত্যাগ করিয়াছেন। (২) যেখানে স্ত্রী অথবা স্বামী স্থায়ী ভাবে বিকৃতমস্তিষ্ক এবং অন্যূন পাঁচ বৎসর কাল চিকিৎসায় কোন ফল নাই। (৩) যেখানে স্ত্রী অথবা স্বামী অপরের প্রতি এমনই নিষ্ঠুর করেন যে, তাহার পক্ষে একত্র বাস করা নিরাপদ নয়। অসবর্ণ বিবাহ যে সব বিধি নিষেধ আছে তাহা উঠাইয়া দিতে হইবে; ভিন্ন জাতির পোষ্যপুত্র গ্রহণে বাধা থাকিবে না।

(৫)

অমিয়ার বিয়ে

অমিয়ার বিয়ে হয়েছিল সুশীলের সঙ্গে। সুশীল যে থাইসিসের রোগী ... অমিয়ার বাপ মা জানতে পারেনি। কিন্তু রোগের কথা গোপন রাখা চলে ... দিন? একদিন ধরা পড়িতেই হবে। সুশীলকে দেখে অমিয়ার মনটা গেল ...। তার বাপ মা তা শুনে মেয়ের পরিণাম ভেবে চিন্তিত হয়ে প'ড়লেন— সর্বনাশই না তাঁরা করেছেন। মেয়েটাকে একবারে হাত পা বেঁধে জলে ... দিয়েছেন।

রূপ-যৌবন ফেটে পড়ছে, অমিয়ার নবযৌবনের উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা বেড়েছে ...; কিন্তু ইচ্ছা প্রকৃতির সে স্বভাবজাত পিপাসার চরিতার্থতা কই? ... দুর্বল স্বামী শয্যাশায়ী—তার রোগের সেবা করেই দিন কাটে।

সুশীল আবার উপদেশ দেয়, রোজ সকালে আমার বাপ মার পাদোদক পান ... অমিয়া! ওতে তোমার খুব পুণ্য হবে।

পুণ্য যে কি ছাই তা বুঝতেও পারে না। অমিয়ার জীবনটা খাঁ খাঁ করে ধূ ধূ ... করে। স্বামীর কাছে যে অমৃত সিঞ্চনের আশা, তার কিছু মাত্রও যদি ...! পাবার আশা ত নাই, শুধু দাবিটা আছে বিবাহের। তার জীবনটাকে ... কিনেছে। স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরে উঠে অমিয়ার মন, চিররোগী ... খাটের এক পাশে বসে বিরক্তির সঙ্গে অমিয়া বলে তোমার ... এসে আমার কী সাধ মিট্‌লো? এতো যে তোমার সেবা ..., কী তার পুরস্কার পেলাম? চোখের জলই যদি হয় সম্বল, তবে ... কেন? বনে গিয়েও ত ফেলতে পারি? তোমার জন্য দুঃখ হয় ... আমার অদৃষ্টের কথাটাও ভাবো—

অমিয়ার শাশুড়ী কালীতারা এসে তর্জ্জন-গর্জ্জন করে,—আরে ম'লো যা, ... কোন সকাল থেকে বলছি বাছা আমার "শতায়ু মাদুলি পরে শত বছর ..., তান্ত্রিক ঠাকুর বলে গেছে, কিছু ফুল তুলসী তুলে রেখো—এখনও ... আছ?"

কি বেহায়া অলক্ষ্মী বল দেখি তুমি ? এমন ছোটলোকের মেয়ে
এনেছিলাম ?

অমিয়ার মা হেমাঙ্গিনী মেয়েকে দেখতে এসে দুর্দ্দান্ত বেহানের গালি
শুনতে পায়। বুকে যেন শেল বেঁধে। একে ত মেয়ের বরাত
উপরে দন্তখিচুনী, কিটুনী ও গালি ! হেমাঙ্গিনী বলে, বেহান ! ভেবে
করেই তোমাদের ঘরে মেয়ে দিয়েছিলাম। কালীতারা কেউটের মত
করে বলে, কী ? আমরা ছোটলোক ? অলুক্ষণে বউ এনে ছেলের
রোগ ধরলো ! আবার মাগী কিনা গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে এল
হেমাঙ্গিনী বলে, অমন গালি দিও না, মেয়ের দোষও দিওনা। ছেলের
কথা গোপন করে তোমরা আমার মেয়ের সর্ব্বনাশ করেছ। কালীতারা
পাকিয়ে অমিয়াকে বলে, সর্ব্বনাশী ! অলক্ষ্মী ! তোর মাকে ডেকে এনে
অপমান করছিস ? এর প্রতিফল পাবি, পায়ের তলায় পিষে মারবো—

হেমাঙ্গিনী অমিয়াকে বুকে টেনে নিয়ে বলে, পিষে মারতে হয়
আমাদের মেয়ে—আমরা আবার বিয়ে দেব। চিররোগী তোমার ছেলের
আমার মেয়ের কি সুখ হবে ?

কালীতারা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, ডাইনী ! রাক্ষসী ! তাই বুঝি
ছেলেকে গিলে খেতে এসেছিস ? দূর হয়ে যা—দূর হয়ে যা !
কালীতারা লাফিয়ে পড়ে হেমাঙ্গিনীর উপর মহাসমর আরম্ভ।
কোমর বেঁধে সুরু করে তরজার লড়াই, হাতাহাতি আর
ঠেকাতে গিয়ে অমিয়ার ধাক্কা খাওয়াই সার। অবশেষে
গলা ধাক্কা দিতে দিতে অমিয়ার মাকে তাড়ায়। তারপর চলে
আক্রমণ আর বিক্রমের দাপট। কিল, ঘুসি, লাথির অবিশ্রান্ত
শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদে অমিয়া, আর দুর্দ্দান্ত শাশুড়ীর
প্রতিশোধের প্রবৃত্তি। অমিয়া পালিয়ে বাঁচতে চায়।
থেকে তার লাভ কি ? শাশুড়ীর অত্যাচারই বা সহ্য করে

... ফন্দি এঁটে সুশীলের বন্ধু সুবোধের সঙ্গে সে করলে গোপনে ... তারপর একদিন নেবার মত জিনিষপত্র গুছিয়ে নিল। কালীতারা ... উপরে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে অতি সন্তর্পণে অমিয়া তার মাথার ... একখানা কাঁচি দিয়া শ্বাশুরীর মাথার চুলগুলি সব কচ্ কচ্ করে ... তারপর সুবোধের সঙ্গে সরে পড়ল। সুবোধের সহায়তায় অমিয়া ... বাড়ীতে গিয়ে তার বাপ মার কোলে আশ্রয় নিল। ষোল বছরের ... চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে তার বাপ মা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে ... এসেছিস বেশ করেছিস। নূতন আইন পাশ হচ্ছে আবার ... বিয়ে দেব! তারপর সত্যিই একদিন আবার বিয়ের বাদ্যি ... উঠে।

... মাথায় দিয়ে এল নূতন বর সুবোধ। কনে সেজে অমিয়া আবার ... মন্ত্র পড়ে নূতন বরের গলায় মালা পরিয়ে দিল। কী আনন্দেই না ... নেচে উঠল সুন্দর স্বাস্থ্যবান স্বামী পেয়ে!

... পতি লাভ করে এবার দিব্যি সুখের ঘরকন্না করতে থাকে অমিয়া ... তৃপ্তি। জীবনকে ভরিয়ে দেছে যেন এক নূতন বসন্ত—সুবোধ ...

শেষ

...সংবদের হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদের আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা

... অক্ষমতা, মস্তিষ্ক বিকৃত, কুষ্ঠব্যাধি এবং নির্দ্দয় ব্যবহার প্রভৃতির ... বিবাহ বিচ্ছেদ চলিবে। ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, ... গভর্ণমেন্ট আইন পরিষদে শীঘ্রই একটি হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ বিল ... করিবেন। এই বিল আইনে পরিণত হইলে কোন্ কোন্ অবস্থায় ... বিবাহ বিচ্ছেদ করিতে পারিবেন এবং স্বামী স্ত্রী পৃথক্ পৃথক্ থাকিতে ...বেন।

... খসড়া আইন পরিষদের কংগ্রেস দলের সভায় শীঘ্রই উপস্থিত হইবে। ... অক্ষমতা, মস্তিষ্ক বিকৃতি, কুষ্ঠব্যাধি এবং নির্দ্দয় ব্যবহার প্রভৃতি কারণে ... বিচ্ছেদ অথবা পৃথক্ হওয়া চলিবে। বিবাদী যদি পাঁচ বৎসর নিখোঁজ ... তাহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবরা যদি তাহার খোঁজ না পান অথবা ... যদি এক নাগাড়ে তিন বৎসর নিখোঁজ থাকে এবং তাহার আত্মীয় বন্ধু ... যদি তাহার খোঁজ না পান অথবা বিবাদী যদি এক নাগাড়ে তিন বৎসর

স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা হইলেও বিবাহ বিচ্ছেদ চলিবে।
কোন স্বামীর যদি রক্ষিতা হিসাবে অপর কোন স্ত্রীলোক থাকে অথবা
স্ত্রী যদি অপর কোন পুরুষের রক্ষিতা হয় কিম্বা বেশ্যাবৃত্তি করে তাহা হইলে
বিবাহ বিচ্ছেদ চলিবে।

আরো জানা গিয়াছে যে, পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুদের
বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করিবার ব্যবস্থাও করিতেছেন।

বাবুদের পায়ে নমস্কার

দেখলাম ভাই ঘোর কলিতে,
এ জগতে ভাল মন্দের নাই বিচার।
যার মাকে বলে চাকুরী করতে বাবুর বাড়ীতে,
সেই ছেলে হয় ঠিকাদার বেশ্যার বাড়ীতে,
বাবু বিদ্যার নামে নবডংকা,
বলে, গুড্ নাইট্ গুড্ মরণিং স্যার॥
কলিতে বউ হয়েছে রঙ্গের বিবি স্বামী মানে না,
শ্বাশুরী হয় ময়না মাগি স্বামী খানসামা,
তারা ভাশুর শ্বশুর কেয়ার করে না,
বাপকে বলে মাই ডিয়ার॥
ছোট খাট চুল ছাঁটাটি শিং তোলা টেরি,
যুবক বন্ধুর চোখে চশমা ঐ দুঃখে মরি,
বাবু স্ফুর্ত্তি করে বেড়ান ঘুরি,
যেন ময়লা টানা গাড়ীর ষাঁড়॥ শেষ

গান

নেতাজী তোম্ স্বাধীন ভারতমে আও।
ঘড় দুনিয়াকো যো কিছু শান্তি তোম্‌নে আকর মিলাও।
জয়হিন্দ বাণী তোম্‌নে বানায়া,
তোম্‌নে মুক্তি বাট দেখায়া,
স্বাধীন ভারতকো দিজীয়ে দরশন আও পূজারী আও।
কদম্ কদম্ আগে বাড়ো হাতমে মিলাও হাত,
যো কুছ ডর হ্যায় মন্‌সে নিকালো বাড়ো হিম্মতকা সাথ।

——(*)——